যুগান্তর

14 JAN 2017

বেলাবোতে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পাঠদান : বিপাকে শিক্ষার্থীরা

নরসিন্দী প্রতিনিধি

নরসিন্দীর বেলাবো উপজেলার গলগলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঝুঁকিপূর্ণ ভবন সংস্কার না হওয়ায় শিশুশিক্ষা কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। স্কুলটির বেহাল দশার কারণে দিন দিন ঝরে পড়ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা। ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সরকারের গ্রামীণ শিক্ষা নিয়ে নানা উন্নয়ন কার্যক্রম। এলাকাবাসী ও পরিচালনা কমিটি বার বার উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট দফতরে চিঠি চালাচালি করেও কার্যকর কোনো সুফল পাননি। অভিযোগ উঠেছে শিক্ষা কর্মকর্তাদের অবৈধ চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় ঝুঁকি নিয়ে আজও স্কুলটিতে পাঠদান চলছে। জানা যায়, ১৯৩০ সালে শিক্ষাবান্ধব ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতা কালিপদ চক্রবর্তী ও ভাওয়াল রাজার বংশধর উপেন্দ্র রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একটি টিনের ঘরে শুরু হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। তৎসময় ওই গ্রামটিতে শিক্ষার আলো প্রজ্বলিত করতে কালিপদ চক্রবর্তী ওই অঞ্চলে প্রথম এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি করা ভবনটি নির্মাণের কিছুদিনের মধ্যেই খসে পড়তে থাকে প্লাস্টার ও দরজা-জানালার পাট। এরপর কেটে যায় ৩৬টি বছর। ইতিমধ্যে ২০১৪ সালে কালবৈশাখী ঝড়ে দির্ঘদিনের স্মৃতিবিজড়িত টিনশেড ঘরটিও লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। জরাজীর্ণ ভবনে পাঠদান নিয়ে এলাকাবাসী, অভিভাবক ও কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরাজ করে চরম আতংক। স্কুলটির এ দুর্দশার চিত্র তোলে ধরে একাধিকবার অভিভাবক ও ম্যানেজিং কমিটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে লিখিত দরখাস্ত প্রদান করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা স্কুলটি মেরামতের আশ্বাস দেন। কিন্তু তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। এমনকি স্কুলটি প্রত্যন্ত এলাকায় হওয়ায় পরিদর্শকরাও পার্শ্ববর্তী পোড়াদিয়ায় বসে স্কুল ভিজিটের কাজ শেষ করে চলে আসেন বলে অভিযোগ করেন কমিটি। প্রতিনিয়ত ছোট ছোট শিক্ষার্থীরা শিক্ষাগ্রহণ কালে ক্লাসরুমে নানা দুর্ঘটনার শিকার হয়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছেন বলেও জানান তারা। আর এ আতংকের ফলে প্রতি বছরই ঝরে পড়ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা। বাহত হচ্ছে সরকারি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শিক্ষা কার্যক্রম। এ ব্যাপারে বেলাবো উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শামসুল হক বলেন, গত তিন মাস আগেও ওই স্কুলটিতে গিয়েছিলাম। এতটা খারাপ অবস্থা বলে আমার জানা নেই। ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানানো হবে।